গ্রীষ্মকালীন শিম উৎপাদন কলাকৌশল

গুছিয়েছেন-

কৃষিবিদ ইলিয়াস আহমেদ

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার

মৌলভীবাজার সদর

- শিম বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সবজি যা রবি মৌসুমে ব্যাপকভাবে চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালীতে এর চাষ হয়ে থাকে।

- বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে শিম অত্যন্ত সীমিত।

- সিলেট অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শিম চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

গুরুত্ব

- আমিষ ও ভিটামিনের একটি ভালো উৎস।
- চাষ পদ্ধতি সহজ।
- অধিক মুনাফা অর্জন।
- রপ্তানীর পদ্ধতি মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

জাত

- **গ্রীষ্মকালীন জাতঃ** বারি শিম ৩ ও ৭, ইপসা শিম ১, ইপসা শিম ২, এসবি০০২, এসবি০০৮ ।

- **শীতকালীন জাত:** বারি শিম ১, বারি শিম ২, বারি শিম ৩, বারি শিম-৬, নলডগ, হাতিকান, গোলপদ্দা ।

বারি শিম ১

বারি শিম ৩ (গ্রীষ্মকালীন)

গ্রীষ্মকালীন শিম

SB001

SB003

মাটি ও জলবায়ু

- ❑ বেলে দোঁ-আশ ও দোঁ-আশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।
- ❑ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না।
- ❑ এঁটেল মাটিতে চাষ করলে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বীজ বপন ও সার প্রয়োগ

গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য

বীজ বপনঃ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ (চৈত্রের ৩য় সপ্তাহ)

সারের নাম	পরিমাণ (প্রতি শতক)
চুন	৪ কেজি
গোবর	৫০-৬০ কেজি
ইউরিয়া	২০০-২৫০ গ্রাম
এমপি	৬০০-৭০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০-৭০০ গ্রাম

বপনের দূরত্বঃ

- ✓ চারা থেকে চারার দূরত্বঃ ১.৫ মি।
- ✓ লাইন থেকে লাইনের দূরত্বঃ ২.০ মি।
- ✓ চারা রোপনের ৭-১০ দিন পূর্বে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরী করে গোবর, টিএসপি ও এমপি সার গর্তের মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চুন অন্তত ৩০ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে পানি দিতে হবে।

SB004
(3-4-1-4)

SB008

SB008

শিম গাছের পরিচর্যা

- ❖ গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে একটু উঁচু করে রাখতে হবে।
- ❖ গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- ❖ চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পর পর মাদা প্রতি ৫০ গ্রাম করে ইউরিয়া ও পটাশ সার দিতে হবে।
- ❖ গাছ মাচায় ওঠার আগে নিচে যে শাখা-প্রশাখা বের হয়, তা ছেটে দিতে হবে।
- ❖ মাচায় গাছ অনেক ঘন হয়ে গেলে পাতা ছোট মাচা ফাঁকা করে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হরমোন প্রয়োগ

- ❖ বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে হরমোন প্রয়োগের বিকল্প নেই।
- ❖ মাটি শুকিয়ে গেলে পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❖ হরমোন হিসেবে ফ্লোরা, লিটোসেন ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

শিমের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই

শিমের ফল ছিদ্রকারি পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

- এ পোকার কীড়া ফুলের কুড়ি / ফুলে বা কচি ফলে ছিদ্র করে ভিতরের অংশ ক্ষেতে থাকে।
- ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত ফুলের কুড়ি / ফল ঝরে পড়ে।

দমন পদ্ধতি

- প্রতিরোধী জাত চাষ করা।
- নিম তেল।
- আধা ভাঙা নিমবীজ।
- আক্রমনের মাত্রা অত্যন্ত বেশী হলে প্রোক্লেম ৫ এসজি @ ১ গ্রাম/লি।
- বেল্ট এক্সপার্ট @ প্রতি লিটার পানিতে ১/২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

জাবপোকা

ক্ষতির লক্ষণ

- এ পোকা শিম গাছের ডগা, পাতা, ফুল ও ফলে আক্রমন করে রস শুষে খায়।
- আক্রান্ত নতুন কুঁড়ি ও পাতা কুঁড়ে যায়।
- জাবপোকা ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

দমন পদ্ধতি

- আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

শিমের মোজাইক ভাইরাস রোগের লক্ষণ

লক্ষণ

- এ রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা/ ডাল কেটে দেয়া।

২। জাপ পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: এডমায়ার ১ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

ফসল সংগ্রহ

- ❖ গ্রীষ্মকালীন গাছগুলো বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফুল চলে আসে।
- ❖ তবে শিমের ফুল আসার জন্য ঠান্ডার প্রয়োজন হলেও গাছের বৃদ্ধির জন্য গরমের প্রয়োজন হয়।
- ❖ ফুল পরাগায়নের ১৫ দিন পর খাওয়ার উপযুক্ত হয়।
- ❖ শিমের আকার বড়ো হলে সপ্তাহে ২-১ বার সংগ্রহ করতে হয়।

Thanks to all